BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010035

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিশুর জীবন বিকাশে মাতৃভাষা মায়ের মতো স্নেহময়ী : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

Pintu Mondal

Email: pm1119990@gmail.com

সারাংশ:

মাতৃভাষা মায়ের ভাষা। মাতৃভাষা জীবনের ভাষা, মাতৃভাষা পরিবেশ থেকে সঞ্জাত ভাষা। জন্মগ্রহণ করার পর শিশু মাতৃভাষার রসদ সংগ্রহ করে। মাতৃভাষা ছাড়া শিশু এক পা ও এগোতে পারে না। মাতৃভাষা জীবন বিকাশের প্রতি পদক্ষেপে সুগম করে। সাবলীল সাচ্ছন্দ প্রকাশ কল্পে প্রয়োজন হয় যে ভাষা তাই হল মাতৃভাষা। শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম পন্থা মাতৃভাষা। জীবনের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য একমাত্র অবলম্বন মাতৃভাষা। মাতৃভাষাকে বাহন করলে শিশু শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারে। মাতৃভাষা জীবনের ভাষা, জীবনকে প্রকাশ করার ভাষা। মানব শিশুর চিন্তা ও কল্পনাকে বিকশিত করে একমাত্র তার মাতৃভাষা। জ্ঞান রূপ ঘড়ি কে স্বল্প সময়ে সাবলীলভাবে আয়ত্ত করতে পারে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করলে। ভাব প্রকাশ কল্পে বিশেষত লিখনে বা কথনে যেভাবেই বলি না কেন শিশু মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের মুক্তচিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ ভাবনাকে শক্তিশালী করে আত্ম বিকাশের গতিকে এগিয়ে দেয় মাতৃভাষা। ব্যক্তিত্ব রক্ষিত হয় গড়ে তোলে স্বকীয় সমাজ গোষ্ঠী মাতৃভাষার দ্বারা মানুষ। শিশুর মানসিক পুষ্টি ও চিত্রের প্রসার ঘটে মাতৃভাষাকে অবলম্বনে। ছাত্রদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হয় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মায় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে। শিশুর মধ্যে মানব জীবন সম্পর্কে সঠিক মূল্যবোধ জন্ম নেয় মাতৃভাষাকে অবলম্বনে। জাতীয় ঐতিহ্য পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আবেগ মূল্য তৈরি হয়।

সূচক শব্দ: *মাতৃভাষা, জীবন বিকাশ, মুক্তচিন্তা, সমাজ গোষ্ঠী, জাতীয় ঐতিহ্য, আবেগ মূল্য।*

ভূমিকা:

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান এই ভারত ভূমি । তবুও আমরা মানব কুল বৈচিত্রময় তার মধ্য দিয়ে ঐক্যের পথ খুঁজি। আসলে মানব কুল তার স্বমহিমায় সমাজ সংসারে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করছে এক পলকে সেই প্রাচীন যুগ থেকে। মাতৃভাষা শিশুর মাতৃদুগ্ধের সমান। ভাষাগত ঐতিহ্য যেভাবেই মানুষকে শিখরে নিয়ে যাক না কেন আসলে শিশুর মাতৃভাষা তার অন্তরের সুধা। শিশু জন্মগ্রহণ করার সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে যে ভাষা আয়ত্ত করে তাই তার মাতৃভাষা, তাই তার মাতৃভাষা। পরিবেশের ভাষা, পরিবারের ভাষা, সমাজের ভাষা, আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে শিশু শিখেনেয় এই ভাষা মূল শৈলী। আসলে কিছু জন্মগ্রহণ করার পরেই কান্না দিয়েই উপকার হওয়ায় ভূমি লক্ষ্যের উপরে। মাতৃ নারী ছিন্ন হওয়ার পরেই ধরিত্রির বুকে সে নতুন সংযোগ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্রমাগত স্রোত ধারায় শিশু গা ভাষাতে গিয়ে অভিযোজনের তাগিদে প্রয়োজন বোধ করে ভাষা প্রকাশের। আর তখনই শিশু তার আপন খেয়ালে প্রথম সাড়ে তিন বছর বয়সে পরিবারের পরিজনদের কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে যে ভাষা রপ্ত করে তাই তার মাতৃভাষা। এখানে মায়ের মত ভাষার প্রতি শিশুর আকর্ষণ থাকে।

আসলেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়া যেমন শিশু বাঁচতে পারেনা ঠিক তেমনি মাতৃভাষা ছাড়া ও শিশু এগোতে পারে না। তাই কবিগুরুর ভাষায়"মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান "এই ভাষা মানুষে মানুষে গভীর নিবিড়তা বাড়ায়। পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করতে শেখা য় মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। শিশুর মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ কল্পে প্রয়োজন হয় ভাষা ব্যবহার। আসলেই আত্মবিকা ও অনুভূতি রাজ্যের খোরাগ যোগায় তার অন্তরের ভাবনা। যে ভাবনাকে বশিরঙ্গে একটা রূপদান করে এই মাতৃভাষা।

আলোচনা--মানুষের বাক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থ যুক্ত ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে"মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধনী সমষ্টি ভাষা। এক কথায় বলা যায় মানুষ ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনে হাজার ও সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন বোধ করে ভাষা ব্যবহার। মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষা কে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। শিশু জন্মগ্রহণ করার পরেই তার ক্রমবিকাশের পথবেই যে ভাষা শিক্ষা করে তা হলো তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষা এক কথায় মায়ের ভাষা। শিশু জন্মগ্রহণ করার পরেই প্রথম সঞ্জীবনী সুধা হিসেবে যে ভাষা গ্রহণ করে তাই হল তার মাতৃভাষা। পরিবারের কাছ থেকে, পরিজনদের কাছ থেকে যে ভাষা শেখে তাই হল তার মাতৃভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন"জ্ঞান-বিজ্ঞান যেখানকার হ উক ভাষা মাতার মত হওয়া চাই,"তিনি আরো বলেছেন-"শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজন স্বীকৃত নিরতি সয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব।"(শিক্ষার সাঙ্গীকরণ) কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন"--আজ আমি এই কথাটা আপনাদেরকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইতে চাই যে, যথার্থ স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ মাতৃভাষা ভিন্ন ঘটে না, যথার্থ বড় চিন্তার ফল সংগ্রহ করিবার পথ মাতৃ বৃহদারের মধ্য দিয়াই।-----ভাবো চিন্তা যেমন ভাষার জন্মদান করে, ভাষাও তেমনি চিন্তা কে নিয়ন্ত্রিত, সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে"। সুতরাং মাতৃভাষা শিশুর চিন্তার বহিঃপ্রকাশে একমাত্র প্রধান মাধ্যম। মাতৃভাষা মায়ের মত স্বতন্ত্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে। যে ভাষা তার চিন্তার ধনী মাধ্যম প্রকাশ, যে ভাষা তার সার্বিক কল্যাণকামীতায় বিচার্য্য। মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে শিশু তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নতুন নতুন পন্থা খুঁজে পায়। মায়ের কোল থেকে যে বুলি শিশু শেখে সেই বউ তার জীবনে চলার পথকে করে সুগম। জীবন প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথ সততা কেন্দ্রীয় ভাবাদর্শের উপর সমতা বিধান করে চলে। মাতৃভাষা সমাজ ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে শিশুকে ক্রম উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। কবির ভাষায় ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। বিশেষত শিশুর অন্তর্নিহিত যে সম্ভাবনা আছে মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে তা সম্ভাবনার পথে এগিয়ে চলে। সাহিত্যচর্চা, চিত্রাঙ্কন, শিল্প কর্ম, ভাষাগত দক্ষতা, সংগঠনিক শক্তি প্রভৃতি দিক গুলি ক্রমাগত উন্নয়নের পথে শিশু মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে যায়। শিশুর সহজ সরল ও প্রাঞ্জলভাবে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে মাতৃভাষাকে অবলম্বনে। অন্যদিকে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক মহাশয়ের বক্তব্য ও সাবলীল ভাবে গ্রহণ করে মাতৃভাষার দ্বারাই শিশু। এ ভাষা এমন এক মাধ্যম যা চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, বোধশক্তি, বিচারবোধের ক্রমবিকাশ ঘটায়। মূলত বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন মাতৃভাষায় গড়ে উঠলে শিশুসাচ্ছন্দ বোধ করে আবার তার আচরণগত বিকাশও সম্ভব হয়.।

লিখন, পঠন, শ্রবণ, কথন, ভাব গ্রহণ ও ভাব প্রকাশে শিশুর সার্বিক দিক গুলিকে মাতৃভাষা বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিশুর সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় ছড়া লিখনে, গদ্য পদ্য কিংবা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাবপ্রকাশ কল্পে,-এক্ষেত্রে ও মাতৃভাষার ভূমিকা সর্বাধিক। শিশুর অন্তরে থাকে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, সৃজনশীলতার ভাবনা কিংবা সৌন্দর্য পিপাসার ইচ্ছা,-এক্ষেত্রে যে পন্থায় শিশু অবলম্বন করুক প্রয়োজন বোধ করে মাতৃভাষার। জীবনের সাথে ঐতিহাসিক সত্যবাদীর সন্ন্যাসী অথবা রাজাদের নীতি শিশু ক্রমাগত গঠনের মধ্য দিয়ে শনাক্তকরণ করে আর উক্ত দিকগুলি বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের দ্বারা। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ অনুশীলনে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের পথ প্রশস্থ হয়। মাতৃভাষায় রচিত কাব্য, সাহিত্য গল্প পাঠনে তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। শিশুর জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। উক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের পথে এগিয়ে চলে। মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে শিক্ষাজীবনের পথ বিকাশ লাভ করে। শিশুর সার্থক জীবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করে মাতৃভাষার।

মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক নানা উন্নয়নের পটভূমি প্রস্তুত হয়। জাতীয় চেতনার জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক আমাদের পুরাতন সাহিত্য। বিশেষত মাতৃভাষায় লেখা যে কোন সাহিত্য শিশুর অন্তরস্থলে প্রবেশ

করায় অতি সহজে। জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে মাতৃভাষা। আবার শিক্ষার্থীর ওতপ্রতভাবে সংযোগ সাধনা করে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করার কারণে, যা সম্ভব হয় মাতৃভাষার সাহিত্য পঠনের মধ্য দিয়ে। শিশুর জাতীয় বংশ গৌরব কে যেমন বাড়িয়ে দেয় তার পূর্বপুরুষদের সাহিত্য ঠিক তার পাশাপাশি মাতৃভাষায় লেখা থাকলে উক্ত সাহিত্যে নির্যাস উপলব্ধি করতেও শিক্ষার্থী সক্ষম হয়। অন্যদিকে কে বক্তব্যও সত্য মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে সহিষ্ণুতা, বন্ধু প্রীতি, সহানুভূতি ও প্রকৃত সামাজিক সদগণের বিকাশ ঘটে অতি সহজে। উক্তবোধ গুলি শিশুকে পরবর্তীকালে জীবনে আদর্শ বোধে উন্নীত হতে সচেষ্ট করে তোলে। শিশুর নাগরিকত্বের প্রশ্নে মাতৃভাষা বিশেষভাবে সহায়ক। সুস্থ ধ্যান-ধারণা, বলিষ্ঠ চিন্তা শক্তি, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, প্রগাঢ় অনুভূতি ও কর্মের সততা ততসহ দেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে মানুষকে সুনাগরিকত্বের প্রশ্নে উন্নীত করায়। মাতৃভাষা চর্চার দ্বারা এই বোধের বিকাশ ঘটে। বৈচিত্র্যময় তার মধ্যে ঐক্য, বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস, মানব প্রীতি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি মৈত্রী ও প্রগতির আদর্শে শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করার বার্তা আসে মাতৃভাষায় গড়ে ওঠা সাহিত্য থেকে। মাতৃভাষা পারে আধ্যাত্মিক ভাবনার জাগরণ করতে। ভারতীয় দর্শনের মূল সুর ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটবেলা থেকে নিতে হয় তা সম্ভব হয় বাণী পাঠ ও নীতিবোধের দ্বারা।। এই বোধ আছে মাতৃভাষায় লেখা পঠনের মধ্য দিয়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নততর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করতে হলে প্রয়োজন মাতৃভাষা চর্চা। দৈনন্দিন খবরাখবর ভালোভাবে উপলব্ধির মত জন্য প্রয়োজন সংবাদপত্র পাঠ আর মাতৃভাষা পারে শিশুকে সক্রিয়ভাবে পত্রের মূল বক্তব্য উপলব্ধি করাতে। নতুন নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে মাতৃভাষায় অনূদিত পুস্তক থেকে। মাতৃভাষার গভীরতা ও ভাবনা শিক্ষার্থীর অন্তস্থলে আত্মীকরণ করে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবনায় উন্নীত করতে সমর্থ্য হয়।

শিশুর বিদ্যালয়ের স্তরে আসার সাথে সাথে ভাষা শিখন ও ভাষা বিষয়ক গ্রন্থকে অবলম্বন করে মানসিক বিকাশের পথ মানসিক বিকাশের পথ প্রশস্থ হয় মাতৃভাষায় গড়ে ওঠা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। শিখন একমুখী নয় ভিন্ন মুখী। শিক্ষণ কালে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই আচরণগত পরিবর্তন সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যায় যদি মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে শিক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ভিন্ন কমিশন সহ শিক্ষাবিদরা মতামত দিলেও একথা প্রতিয়মান যে মাতৃভাষা ভিন্ন আচরণ ধারার বিকাশ শিশুর কখনোই সম্ভব নয়। দক্ষতা কেন্দ্রিক বহিঃপ্রকাশে যেমন লিখনে বা কথনে যেভাবেই ভাব প্রকাশ করতে চাই না কেন ভাষা হল প্রধান মাধ্যম। প্রকাশ ধর্মী দক্ষতা শিশুর জীবন বিকাশের পথে সততা এগিয়ে দেয় আর এ পথকে সুগম করে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা পরিবেশের ভাষা, মাতৃভাষা পরিবারের ভাষা তাই পারিবারিক বন্ধন এর মত এ ভাষা শিশুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে এই সত্য বিবেচ্য ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকাশ মনের ভাব অথবা প্রকাশ ধর্মী দক্ষতায় উত্তীর্ণ করতে মাতৃভাষা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে আচরণ ধারার পরিবর্তন কেন্দ্রিক ভাবনাকে যদি বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে জ্ঞান, অনুভূতি, অথবা মানব সঞ্চালন স্তর ভূমি বাণী মূর্তি লাভ করে শিশুর কাছে মাতৃভাষার সাহায্যে। কি শিখলাম পাশাপাশি শেখার পরে আমার অন্তরের বেদনা অনুভূতি ও অনুভূতি রঞ্জিত ভাবনাকে লিখিত কিংবা চিত্রশিল্পের দ্বারা সমানভাবে প্রাধান্য লাভ করবে মাতৃভাষার প্রভাবে। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের এক ক্ষেত্রভূমি। পরিবার থেকে যে শিশুর বেড়ে ওঠা সেই শিশু ভাষা বিকাশের স্তরায়ণগত পথ সুগম করে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে। আর এই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে যদি শিক্ষাদান হয় বিদ্যালয় তাহলে সে পথ আরো সুগম হয়। যদি বিকাশগত ভাবনা কিংবা আচরণ ধারার পরিবর্তনকেন্দ্রিক ভাবনা দুটি ক্ষেত্রকেই বলি তাহলে অবশ্যই মাতৃভাষার ভূমিকা এক্ষেত্রে সর্বাধিক।

অপরদিকে বিদ্যালয়ের স্তর থেকে বেরিয়ে শিশু স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথে বক্তব্য প্রকাশ কিংবা লিখন শিল্পকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে। এক্ষেত্রে যদি মাতৃভাষায় তার শিক্ষা গ্রহণ হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে সুবক্তা কিংবা একজন সাহিত্যিক হিসেবেও নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে অনায়াসে।। কারণ জন্ম লগ্ন থেকে যে ভাষাকে অবলম্বন করে সে মায়ের মত আঁকড়ে বেঁচেছে সেই ভাষায় তার সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ খুব স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যাবে। নিত্য দিনের মতো আর পাঁচ জন ব্যক্তির থেকে সে নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবনায় উত্তীর্ণ করতে পারবে যদি তার মাতৃভাষায় সে নিজেকে সবার সামনে উন্মোচন করতে পারে কি লিখন বা বক্তব্যে। তাই একথা প্রতীয়মান জন্মস্থান থেকে ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে যে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেছে এগিয়েছে ঠিক সমান তালে বিদ্যালয় স্তরে ভাব গ্রহণ ও সেই ভাবকে অবলম্বন করে মাতৃভাষার দ্বারা শিল্পসাহিত্যসম্ভার কেও সে উপঢৌকন দিতে পারবে সমাজে।

মানুষের চিন্তাহবাহী ধ্বনি মাধ্যম প্রকাশ ভাষা। ভাষা পারে তাকে জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিতে। এই শ্রেষ্ঠ আসন দানের একমাত্র অবলম্বিত ভাষা হল মাতৃভাষা। বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনই রসায়ন। অন্তর সলিলা ধারা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মায়ের মতো মমতাময়ী। দিনশেষে সেই ভাষাকে আঁকড়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। যে ভাষা পারে জন্মক্ষন থেকে স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথকে কণ্ঠ কাকীর্ণ থেকে মুক্ত করতে। তাই ভাবো বাহি ভাবনা মানুষকে সাবলীল পথ দেখায় তার জন্মগ্রহণ করার পরেই যে ভাষা তা হলো মাতৃভাষা

উপসংহার:

বহু মনীষী, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন মাতৃভাষা চর্চা কিংবা মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে জীবন পথো পরিক্রমায় এগিয়ে চলার কথা বহুবার বলেছেন। আসলে জন্মগ্রহণ করে মানব শিশু জীবনের পথে এগিয়ে চলতে পরিবেশ ও পরিজনদের ভালোবাসা যেমন আশা করে কিংবা কাঙ্খিত ঠিক তেমনি মায়ের মুখের বুলি তার কাছে সঞ্জীবনী সুধা। মাতৃভাষার কথা বহুবার বহুবিধ পর্যালোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে শিক্ষার আঙিনা য়। আবার পথ চলতে গিয়ে, সমাজ গঠন করতে গিয়ে অথবা নিজের প্রয়োজনার্থে মাতৃভাষা অপরিহার্যতা বিশেষভাবে প্রাধান্য। হয়তো মানুষ স্বাভাবিকভাবে যতদিন বাঁচবে ততদিনই এই ভাষার অপরিহার্যতা নিয়ে তার অন্তরস্থলে সে স্মরণ করবে। মাতৃভাষা মায়ের ভাষা হলেও মাতৃভাষা পরিবারের ভাষা হলেও, মাতৃভাষা পরিবেশের ভাষা হলেও মানব শিশুর সাথে তার সম্পর্ক নাড়ীর বন্ধনের। এ ভাষার কোন ক্ষয় নেই, নেই ম এ ভাষার দুর্বলতা, আছে জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে চলতে সতত সাহায্য করার মত লম্বা হস্ত। মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তাভাবনার উন্নয়ন এ ভাষাকে আশ্রয় করে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার উৎস ভূমি এ ভাষাতে তাই জন্ম থেকে মৃত্যু, শিক্ষা গ্রহণ থেকে শিক্ষাবৃত্তি যাই বলি না কেন মাতৃভাষা মানব জীবনের কাছে এক অন্যতম সম্পদ এ কথা মানতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- বিশ্বাস, ঊষা পতি(2008), বাংলা ভাষাতত্ত্ব, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- মিশ্র, সত্য গোপাল(2013), বাংলা পোড়ানো রীতি ও পদ্ধতি, সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- সান্যাল, শ্রাবণী. মুখার্জী, ড়: উৎপল(2016), পাঠক্রমে ভাষা শিক্ষার রূপরেখা, রিতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- মিশ্র, সুবিমল(2014), বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা
- বেরা, অনিল. মাইতি, দিলীপ,(2023), পাঠক্রম প্রসঙ্গে ভাষার কথা, গুনগুন পাবলিশিং হাউস, মেদিনীপুর

Citation: **Mondal. P.,** (2025) "শিশুর জীবন বিকাশে মাতৃভাষা মায়ের মতো স্নেহময়ী : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.